R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে কার্ত্তিক, ১৪১৮।
১৬ই নভেম্বর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

দিদির ৩৫ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষিকা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই স্কুলের জনৈকা শিক্ষিকা গীতা পাণ্ডেকে (মজুমদার) রঘুনাথগঞ্জ থানা গত ৪ নভেম্বর সকালে মহিলাসহ তিন ভ্যান পুলিশ নিয়ে তার বাসষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে। গত জুন মাসে কয়েক আগে গীতার দিদি শিপ্রার জায়গা বিক্রী করা ৩৫ লক্ষ টাকা তাঁর বাগানের বাড়ী থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়। শিপ্রার অভিযোগ মতো পুলিশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় নিয়ে গিয়ে মারধোর করে। পরে পুলিশী তদন্তে এই রহস্যজনক টাকা লোপাটের ঘটনায় গীতা পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে তিন দিন পুলিশ কাষ্টডিতে রাখার পর কোর্টে পাঠালে গীতার জামিন না মঞ্জুর হয়। এরপর পুলিশ কাষ্টডিতে নিয়ে যাবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওখানে অভাবনীয়ভাবে গীতা সুস্থতা হারান। বিকট বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যান। বর্তমানে তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পুলিশ কাষ্টডিতে রাখা হয়েছে।

ন' লক্ষ টাকা জালিয়াতি, কেউ এখনও ধরা পড়েনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : উমরপুরের মালদা মেটাল প্রাঃ লিঃ এর নবতম সংযোজন তুফান ষ্টিল ইন্ডাসট্রিজ প্রাঃ লিঃ এর এ্যাকাউন্ট থেকে ৯ লক্ষ টাকা জালিয়াতি হয় ১৪ অক্টোবর অরঙ্গাবাদ এস.বি.আই. শাখা থেকে। খবর, কারেন্ট এ্যাকাউন্টের ৪৩ নম্বর চেকের পেছনে ঐ সংস্থার স্বত্বাধিকারী বাসার মোল্লার ভাইপো মোস্তাক মোল্লার সই ছিল। ঘটনার দিন মালদা মেটালের এ্যাকাউনটেন্ট বিশ্বজিৎ দেবনাথ আসেন্‌নি পরদিন বিশ্বজিৎ অফিসে এসে ইন্টারনেটে দেখেন তার ব্যবহার করা ৩৩ নম্বর চেকের পর ৪৩ নম্বর চেক ব্যবহার করা হয়েছে। এবং চেকের পেছনে মোস্তাক মোল্লার সই আছে। বিশ্বাসবশতঃ ওটা তিনি এনট্রি করে নেন। পরবর্ত্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মোস্তাক আদৌ ব্যাঙ্কে যাননি। ব্যাঙ্কের ভিডিও ক্যামেরায় অপরিচিত লোকের ছবি ধরা পড়ে। পুলিশ মালদা মেটালে ছানবিন চালিয়ে এ্যাকাউনটেন্টসহ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। পরে অন্যদের ছেড়ে দিলেও এ্যাকাউনটেন্ট এখন (শেষ পাতায়)

ম্যাকেঞ্জি মাঠ সংস্কারে – তাই কামদাকিঙ্কর ফুটবল ম্যাচ জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর একান্ত ইচ্ছায় গত কয়েক বছরের মতো এবারও তাঁর বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কামদাকিঙ্কর মুখার্জী স্মৃতি ফুটবল কাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। গত ১২ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল মাঠে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন স্বয়ং প্রণব মুখার্জী। ঐ দিন কলকাতার পৈলান এ্যাথলেটিক ক্লাব ১-০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং -কে পরাজিত করে। রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মাঠ সংস্কারের কারণেই জঙ্গিপুর পারে এই খেলার আয়োজন বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ল্যাব থেকে ১৩টি মাইক্রোস্কোপ চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাইস্কুলের ল্যাব থেকে গত ১১ নভেম্বর রাতে ১৩টি মাইক্রোস্কোপ এবং অন্যান্য কিছু যন্ত্রপাতি চুরি যায়। দুষ্কৃতিরা ঘরের জানলা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। শহরের মধ্যে জনবহুল এলাকায় জানলা ভেঙে এই ধরনের চুরি হলেও নাইটগার্ড বা অন্যান্য কর্মচারীরা কোন টেরই নাকি পাননি। স্কুল চলাকালীন ছাত্রদের প্রয়োজনে ল্যাবের দরজা খুললে এই অঘটন জানাজানি হয়। স্কুল সেক্রেটারী বিল্বদল চক্রবর্তীর দায়িত্বে অবহেলার কারণে কর্মীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ। এর আগে স্কুল থেকে কয়েকদফা ফ্যান চুরি গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন হেলদোল নেই। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ বিশেষ ক্ষুব্ধ।

বিড়ি ফ্যাক্টরীতে সিটুর হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে বিড়ি প্যাকার্সদের মজুরী বৃদ্ধির দাবীকে কেন্দ্র করে গত ৪ নভেম্বর সামসেরগঞ্জের বিডিওর চেম্বারে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতারা আলোচনায় বসেন। সেখানে অরঙ্গাবাদে ২৮ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি নিয়ে কথা উঠলে ধুলিয়ানের সিটু নেতা মহঃ আজাদ ও সুন্দর ঘোষ ২৯ শতাংশ মজুরী দাবী করেন। এবং আলোচনা চলাকালীন তারা সভা ছেড়ে চলে যান। পরে বিডিও অফিস লাগোয়া জিৎ বিড়ি ফ্যাক্টরীতে একদল শ্রমিক হামলা চালায়। অফিসের আসবাবপত্র, দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ী তারা ভাঙচুর করে। দুই সিটু নেতার (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৮

পরছিদ্রান্বেষী

অপরের দোষ এবং অপরের কার্য্যাবলীর ত্রুটি অনুসন্ধান মানুষের এক অতি প্রাচীন প্রবৃত্তি। সভ্যতার প্রথম লগ্ন হইতেই মানুষ এই এক অতি আশ্চর্য্য প্রবৃত্তির শিকার হইয়া আসিতেছে। রামায়ণের যুগেও সীতার ন্যায় পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে কাহারও দ্বিধা হয় নাই। রামচন্দ্রের মত মহান ব্যক্তির কার্য্যাবলীর ত্রুটি অনুসন্ধান করিতে পরছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদের কোন কুণ্ঠা জাগে নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও তৎকালীন অনেকেই বিভিন্ন কটাক্ষ করিয়াছেন। এই যুগেও মহান ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপের অন্যায্য সমালোচনাও প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। গান্ধীজীর পবিত্র অহিংস মতবাদকেও ভীরু কাপুরুষের মতবাদ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলালের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা বহু ক্ষেত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর পরিস্থিতির সমালোচনায় প্রায়ই জহরলালের বীর্যহীন নীতির ফসল হিসাবে চিহ্নিত করিতে অনেকেই দ্বিধা করেন না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সমালোচনা আলোচনায় সঠিক কোন পথ গ্রহণের নির্দেশ দিতেও সক্ষম হন না। এই সমালোচনার কারণই হইতেছে অপরের কার্য্য যত ভালই হউক, কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা অপরের কর্মের নিন্দা করিতেই অভ্যস্ত। ইঁহারা কাহারও কৃত কর্মের মধ্যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা না করিয়া শুধু ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া মহৎ কর্মকেও ত্রুটিযুক্ত স্বস্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াই আনন্দ পান। যুগ যুগ হইতে দেখা গিয়াছে এই জগতে এই সকল পরছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদেরও সমর্থক জুটিতে অসুবিধা হয় নাই। মহান যীশুকেও ইঁহারাই ভণ্ড ধর্মদ্রোহী, শাস্ত্রবিরোধী আচরণকারী হিসাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং রাজার দরবারে তাঁহাকে দোষী প্রমাণিত করিয়া ক্রুশবিদ্ধ করাইবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল। এই যুগেও তাঁহারা বহাল তবিয়তেই রহিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মাদার টেরিজার সেবা কর্মের বিরুদ্ধেও বি বি সির একটি তথ্য চিত্র পরিবেশিত হয়। সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছিল 'মাদার টেরিজা'র সেবা কর্ম কোন উচ্চ আদর্শ হইতে উদ্ভুত নয়, এই কর্ম তিনি করিতেছেন নিজের স্বার্থ সিদ্ধির অর্থাৎ স্বনামধন্যা হওয়ার প্রয়োজনে। তিনি নাকি সেবাকার্য্যে যত অর্থ ব্যয় করেন তাহার চেয়েও অনেক বেশী ব্যয় করেন আত্মপ্রচারে। এই প্রচেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছিলেন, এবং পাইয়াছিলেন "নোবেল পুরস্কার।" আজ মমতা ব্যানার্জীর ক্ষেত্রেও পরছিদ্রান্বেষীদের বিরূপ মন্তব্যের খামতি নাই।

মিড-ডে-মিল : তত্ত্ব ও বাস্তব

সাধন দাস

খাবারের লোভ দেখিয়ে স্কুলছুটদের সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং শিশুদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে আদালতের নির্দেশে বিদ্যালয় স্তরে দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা হয়েছে আজ বেশ কয়েকবছর। কিন্তু এই প্রাত্যহিক ভোজের আয়োজন করতে গিয়ে শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়ে পড়ছে কি না, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বোধ হয় তার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা আজও হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু ১০০ গ্রাম চাল, ১৫ গ্রাম ডাল, ৩ গ্রাম সর্ষের তেল, ৪ গ্রাম লবন, ১ গ্রাম হলুদ এবং সবজি মশলা জ্বালানী ডিম ইত্যাদি বাবদ ১.৯৬ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সপ্তাহে চারদিন ভাত আর দুদিন খিচুড়ি এবং মাসে চারদিন আধখানা করে ডিম দেওয়ার নির্দেশ আছে। মনে রাখা হয়নি, গ্রামের ছেলেদের ১০০ গ্রাম চালের ভাত আর ১৫ গ্রাম ডালে পেট ভরে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (কোথাও কোথাও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী) এই দৈনিক ভোজবাড়ি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। মানুষ হিসেবে এঁরা সৎ এবং অসৎ দু'রকমই হতে পারেন। তিনি যদি 'সৎ' হন, তাহলে জনপ্রতি ১.৯৬ টাকায় ৩০ টাকা মণ দরে জ্বালানী, ৩.৫০ টাকা দরে ডিম এবং অগ্নিমূল্য বাজারদরে সবজি কিনে পড়াশোনা শিকেয় তুলে ওই উটকো ঝামেলার হিসেব মেলাতে হিমশিম খাবেন এবং নষ্ট ডিম আর পচা চালকুমড়োর ঘাটতি মেটাতে তার যখন কালঘাম ছুটবে, তখন সরকারি বরাদ্দের সঠিক খবর না-জানা অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অভিভাবকের দল 'মাস্টার সব টাকা মেরে নিচ্ছে' অপবাদ দিয়ে প্রতিদিন হামলা করবে। আবার 'অসৎ' শিক্ষকেরও অভাব নেই – যিনি প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত উপস্থিতি গোপন করে অনেক বেশি করে উপস্থিতি দেখাচ্ছেন, ডিম না খাইয়ে ডিমের টাকা আত্মসাৎ করছেন, সুযোগ বুঝে রান্না বন্ধ রেখে খাতা কলমে 'রান্না হয়েছে' দেখাচ্ছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (তিনিই যে সৎ একথা কে বলল)। সজাগ না থাকলে এই আচার এবং অনাচার চলতে থাকবে। (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জোর করে চাঁদা আদায়

প্রতিবছর দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে একটি বিশেষ সভা ডেকে সমস্ত ক্লাবের কর্তৃপক্ষের কাছে বিধিনিষেধ মেনে সুশৃঙ্খলভাবে পুজো করার অনুরোধ জানানো হয়ে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উৎশৃঙ্খল আচরণ ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে একথা ক্লাবকে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এবারে কালীপুজোয় রঘুনাথগঞ্জের একটি ক্লাবের কিছু সদস্য মোটরসাইকেল, লরী, ভ্যানরিক্সা থামিয়ে যেভাবে চাঁদা আদায় করলো তা দেখে মনে হলো না এরা প্রশাসনের সঙ্গে শান্তি কমিটির সভায় অংশ নিয়েছিল। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন !

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আমাদের কি হয়েছে বলুন তো ? অসুখটা কি ? স্বামীজীর শ্লেষোক্তি পাহাড় প্রমাণ জড়তা-নাকি স্বার্থপরতা ? আমরা যারা প্রতিবাদ করতে পারতাম, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একটা আবহ তৈরী করতে পারতাম, তারা সবাই প্রায় কেমন আফিং খোরের মতো শীতের ওম্ টা যেন ভোগ করছি। সামনে যেসব কুৎসিৎ কাণ্ডগুলো হচ্ছে তার কোনও আঁচ আমাকে নড়াতেই পারছেনা, একটু বা নড়লেও ফি.সু. ফিরে শোও। অথচ তার গুণাগার দিতে হচ্ছে আমাদেরকে সপরিবারে। পুরো সমাজকে, দেশকে। তাহলে আমাদেরকে নিজেকে আর প্রতিবাদী, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, বেমিসাল ভেবে ফালতু নিজের সঙ্গে ঠকবাজী কেন ? যে সমাজ ভোগের ক্ষীর সমুদ্রে ভাসছে, যে সমাজের ৯৯% মানুষ কাপুরুষ (কানারী ?) সে সমাজ কি সমালোচনা করলো আপনার কি মূল্যায়ন করলো-তার তোয়াক্কা কে করে ? যে করে সে জীবনে কোনও ভালো কিছু করতে পারে ? এদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন এরা অকাল কুষ্মাণ্ড। বেনার ঝোঁপ ! তাহলে আপনি বৃদ্ধ যুবক, যুবতী, সমাজসেবী, রাজনীতিক, সরকারী কর্মচারী, সাধু, ফকির, শিক্ষক, বেকার, ব্যবসায়ী যাই হোননা কেন – মানুষ তো ? মান আর হুঁশ কিছুটা যে এখনো আছে – আসুন না ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা পারি ছলে বলে কৌশলে লেখায়, বক্তৃতায়, আন্দোলনে, আড্ডায়, একটু ঢেউ তোলার চেষ্টা করি। জঙ্গিপুর কাঁপানো সেইসব চরিত্র আজো অনেকেই সক্রিয় আছেন। বেঁচে আছেন, দেশান্তরী হননি। তাঁদের তাই একটা প্রণাম জানিয়ে সত্তর দশকের ভরা যৌবন নিয়ে মাতাল হাওয়া বইয়ে দেবার ডাক দিয়ে যাই। নিজের শহর ঘরবাড়ী চোখের সামনে পর হয়ে যাচ্ছে। সহ্য করবেন ? প্রশাসনের পেছনে শুধু এই মহকুমা শহরে রাজ্য সরকারের ব্যয় কমবেশী দৈনিক ১ কোটি। যার সিংহভাগটা খরচ দেখানো হয় গাড়ীর তেল, ভাড়া, কাগজ কার্বন আর বৈদ্যুতিন যোগাযোগ রক্ষায়। এঁরা সব যান কোথায়, কার জন্যে কার ডাকে কেন যে গাড়ী চেপে কোথায় যান জানিনা তবে শুধু মিটিং, কনফারেন্স, ফ্যাক্স, ফোন, নোট চালাচালি, রিপোর্ট পাঠানো ও নেওয়া এইসব নিয়ে বৃটিশ আমলের পাঁয়তারা বজায় রেখে 'ভিজিটার'দের সঙ্গে দেখা করা কথা শোনার শেষে – সেই অশ্বডিম্ব। একটা গল্পে মনে পড়লো। তখন ওকালতি করছি। এক উকিল বন্ধু তার অশিক্ষিত মক্কেলকে বলেছিলেন জে.এল.আর. ও তে (বি.এল.আর.ও দের এই নাম ছিল) একটু বলে কয়ে এস.এল.আর.ও. কে জানিয়ে দিও – কাজটা সহজ হবে। ব্যাচারা বঙ্গ দেশের রঙ্গ সম্ভবতঃ জীবনে প্রথম দেখছে। ৫/৬ মাস ঘুরে বিরক্ত হতাশ হয়ে সেই উকিল বন্ধুকে অনেকের সামনেই বললো বাবু আপনি বুললেন বলে আমি যেয়ে লারো, এসেলারোকে এতদিন ধরে বুলে বুলে এলে গেলাম। আর একবার বলেন তো কুন্‌খানে যেয়ে কার কি লেরে দিতে হবে – তাহলে আমার কামটা হবে ? যেয়ে লারো এসে লারো বুললেই হবে না, কতি

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন

(২য় পাতার পর)

যেঙে কার কি লারতে হবে বুলেন ! আজো ব্যাপারটা তাই। ১২ হাজারী ৩৬ হাজারী হয়েছেন। রিটায়ারের দিন হাতে কম করে ২০/২৫ লাখ পাচ্ছেন, শহরে টুপিখোলা বাড়ী হাঁকাচ্ছেন, পুত্র সোনার চেন গলায়, কানে দুল লাগিয়ে বাইকে মানুষ চম্‌কে বেড়াচ্ছেন, রান্নাঘরে, আঁতুরে ঘরে, নাতিনাতনীকে নিয়ে তোফা আছেন। অথচ আজো সেই কটা সেখ আর কালু মণ্ডলরা জানেনা তাদের কলে জল নাই কেন, বি.পি.এল এ নাম নাই কেন ? জমির পাট্টা, রেশন কার্ড পায়না কেন ? মারপিঠ হলে পুলিশ বাদীকেই খিস্তি মেরে গারদে পুরছে কেন ? ভদ্রলোক গেলে বড়বাবু ১/২ ঘন্টা বসিয়ে রেখে দেন - ক্রিমিন্যালরা গেলে বাবুদের কোয়াটারে দিব্যি ঢুকে যায় কেন ? এত কেন এক জায়গায় পুড়িয়া করে এক দশক পাথর চাপা দিয়ে রাখলে নাকি মাওবাদীদের বাচ্চা বের হয়। মেদিনীপুর জঙ্গিপুরের মতো কাপুরুষ হলেই তো যৌথ বাহিনীর পেছনে এত টাকা খরচ হয় না। তাই এইসব আমলাদের ক্ষুরেও একটা প্রণাম আর যেসব দুষ্টুরা এতদিনের আদরে লালিত এত সুন্দর শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় – এদিকের মাল ওদিক করলে বিচারের নামে গুলি করে মেরে পুঁতে দেয় তাদের পায়ে ও একটা প্রণাম। ছিঃ খোকা, অমন করে না !

যাঁরা বা যিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাদেরই সব কিছুর ভোট পরবর্তী পরিবর্তন দেখে থোড় বড়ি খাড়াকে খারাবড়ি থোর করা দেখে চিরকুমারীর মাথায় কান বের করা ঘোমটা দিয়ে জাতীয় পতাকা তোলা দেখে তাঁকেও একটা প্রণাম। সত্যি তুমি পারো ! পারতে হবে তো। বুদ্ধ কেন একা সব সময়ে দই মারবে ? কেউ কেউ বলে ৩৪ বছর আগে নাকি স্বর্ণযুগ ছিল!

গুরুকুল – শিক্ষক কুল ! ব্যতিক্রমী যাঁরা – যাঁরা পড়ান, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন, পাড়ায় বিনাপয়সায় ২/১ জনকেও প্রাইভেট পড়ান, দান ধ্যান করান তাদের গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম। যারা দিপকের নামে পরিচিত, ৪ বেলা টিউসনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন, দানধ্যান করেন তাঁদের গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম। যারা 'শিক্ষকের' নামে পরিচিত ৪ টা বেলাতে টিউসনী, ছেলে-মেয়েতে যাতে মসগুল থাকে তারজন্যে একত্র বসার ব্যবস্থা, স্কুলে সাজেশন দিয়ে খালাস, ডি.এ. আর বেতনের হিসেবে ব্যস্ত, টাকা খরচ করতেই পারছেন না। সোনার ও কাপড়ের দোকানে যাদের গিন্নিরা ভীড় করেই আছেন তাদেরও প্রণাম। প্রণাম সেই নেতা কে, যাঁর বুদ্ধিতে শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ টুকুও নিভে গেল খিচুড়ি বিলির সুন্দর ব্যবস্থায়। আহা, কতজন করে খাচ্ছে ! হোল সেলাররা ৫০ কেজির বস্তাকে ৪৫ কেজি করে ডিলারদের দিল। ডিলাররা ভালো চাল বের করে ৪০ কেজি করে পচা চাল মাষ্টারকে দিল। মাষ্টাররা মাষ্টার রোলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিত্য হাজিরার খাতায় মাষ্টার স্ট্রোক দিয়ে বেতনের সমান খিঁচে নিলো। ক্লাস বেলা ১½ টার পর শিকেয় উঠলো। সর্ব শিক্ষার দপ্তরে সোনায় মোড়া রিপোর্ট গেল, মুর্শিদাবাদ সাক্ষরতায় প্রথম হলো। আর ব্যাঙ্কে, অফিসে, স্কুলে অভিভাবকের খাতায় শতকরা ৮৫ জনের টিপসই যাদেরকে ভেংচি কাটছে নিত্যদিন – সেইসব চেন্ সিষ্টেমের প্রতিটি নাট বল্টুকে থুরি মহাপুরুষকে এই কাপুরুষের শতকোটি পেন্নাম। মাছের বাজারে তরকারীর বাজারে চাষীর লাভ মেরে দিচ্ছে ফড়েরা। গত সপ্তাহে বর্ধমানে ৫০ কেজি আলুর বস্তার দাম পাইকারী গিয়েছে ২৩৫.০০ টাকা। রঘুনাথগঞ্জে পর্য্যন্ত বস্তা প্রতি ভাড়া ২০.০০ টাকা, গোডাউনে নিয়ে আসতে আরো ২.০০ টাকা ধরলে সাকুল্যে ২৫৭.০০ টাকা এখানকার আড়তদার খুচরো আলু বিক্রেতাদের কাছে তার দাম নিচ্ছে ৩৩০.০০ টাকা অর্থাৎ ৭৩.০০ × ২=১৪৬.০০ টাকা কুইন্ট্যালে। ৩০০ বস্তা আলু এনে লরী পিছু লাভ হাকাচ্ছে ২২ হাজার টাকা। খুচরো ওয়ালারা লাভ করছে কুইন্ট্যালে ১৪০.০০ টাকা। আলুর দর তাই এখন ৮.০০ টাকা। অন্যান্য সব্জি তুলসীবাড়ীতে পাইকারী বাজারে যদি ৪০.০০ টাকায় ৫ কিলো হয় এরা রাস্তায় বেচতে বসে দাম নিচ্ছে ডবল। ক্রেতাদের চিন্তা নাই, একতা নাই – টাকা আছে। টম্যাটো, বেগুন সব বিষের গোটা। ভয়াবহ বিষাক্ত তরলে ডুবিয়ে পাকছে কলা, লাল হচ্ছে টম্যাটো। সরকার, পৌরসভা, খাজনা নিয়ে ব্যস্ত। বাজনা যার বিসর্জনের বাজছে তাতে ওদের কি ? তাই এদের ও একটা প্রনাম।

প্রণাম সেইসব মাটিকাটা ডাকাতদের। রেল লাইনের ২০ ফুটের দূরত্বে তিন ফসলী জমির মাটি লরী লরী কেটে রাস্তা সাঁকো, সবুজ ক্ষেত সব গ্রাস করে নিলো কিছু ইঁটভাটার মালিক সারা মহকুমায়। মৌচাক করে ছেড়েদিল বি.এল.আর.ও-রা আর পার্টির নেতারা। বন্যায় মাটি তাই (শেষ পাতায়)

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস কেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

মিড-ডে-মিল : তত্ত্ব ও বাস্তব

(২য় পাতার পর)

কিন্তু এহো বাহ্য। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আরও নানান মাথাব্যথা রয়েছে। যেমন রান্নার জন্য প্রতিদিন সকালে উঠে ব্যক্তিগত কাজকর্ম শিকেয় তুলে স্কুলের রান্নার জন্য সবজি ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, জ্বালানীর খোঁজ করা (বিশেষ করে বর্ষার যা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য), যেদিন ভাত রান্না হবে সেদিন সময় বেশি লাগবে বলে বেলা ৯টার সময় স্কুলের তালা খুলে রান্নার জিনিসপত্র রাঁধুনিদের বুঝিয়ে দেওয়া। ডিম রান্নার দিন ডিমের লোভে ঢুকে পড়া বহিরাগত উটকো ছেলেদের উৎপাত বন্ধ করা, আগাম বাজার ও রান্না হয় বলে এসটিমেট ঠিক থাকে না, ফলে অপচয় নিয়ে দুর্ভাবনা করা ইত্যাদি।

তবু এহো বাহ্য। ছাত্রছাত্রীরা যে জন্য বিদ্যালয়ে যায়, সেই পঠন পাঠনের হাল কীরকম? টিফিনের জন্য বরাদ্দ সময় আধঘন্টা, কিন্তু তার আগে থেকেই ক্লাসের মধ্যে শুরু হয়ে যায় টিনের থালা বাজানো – যে থালা তারা বাড়ি থেকে আনে ভাত বা খিচুড়ি খাবার জন্য। ক্লাসটিচার না থাকলে থালার আওয়াজে স্কুলে টেকা দায়। এর ফলে তিতিবিরক্ত শিক্ষকেরা টিফিনের আগে বাড়ি গিয়ে থালা আনতে বললে, তাতেও চলে যায় আরও আধঘন্টা। অনেকে টিফিনের সময় থালা ভর্তি খাবার দাবার নিয়ে সটান বাড়ি মুখো হয়ে যায়, আর আসে না। ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে রাঁধুনিরা পরিবেশন করতে পারে না, তখন উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে পরিবেশন করান হয়। তাতেও পঠন পাঠনের ক্ষতি হয়।

অধিকাংশ সময় শিশুদের রান্নার জন্য যে চাল ঠিকাদাররা পাঠায়, তা খাওয়ার অযোগ্য, অস্বাস্থ্যকর। অথচ বাইরে থেকে দেখলে গোটা প্রক্রিয়াটা চলছে বেশ শান্তিতে। কেন না, প্রতি মাসে 'বহু' শিক্ষকের কিছু 'উদ্বৃত্ত আয়' হচ্ছে, এ সমস্ত ব্যাপার যাঁর নজরদারি করার কথা, তিনিও 'আশ্চর্যজনকভাবে' অসম্ভব নীরব, যিনি চাল সরবরাহ করেন তিনিও তলায় তলায় কেমন ফুলে ফেঁপে উঠছেন।

পোকা খাওয়া নিম্নমানের চাল খেয়ে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক পুষ্টি কতখানি হচ্ছে, তা গবেষণার বিষয়, কিন্তু প্রতিদিন স্কুলের ভোজবাড়িতে শিক্ষকদের রান্নাবাড়ির তদারকি করতে গিয়ে এবং ছাত্রদের টিনের থালা বাজিয়ে মহানন্দে হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া সারতে গিয়ে পঠন পাঠনের অনেকটা সময় যে অপচয়িত হচ্ছে – এই বিষয়টি গ্রামের কোনও স্কুলে সরেজমিনে এলেই প্রত্যক্ষ হবে।

মিড-ডে-মিলের পেছনে সরকারের যে বিশাল অংকের টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকায় অনুন্নত এলাকার হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্যে ভাল পোশাক ও যথেষ্ট পরিমাণে প্যাকেটবন্দী পুষ্টিকর শুকনো খাবার দেওয়া সম্ভব। এর ফলে যেমন বিভিন্ন দুর্নীতি রোধ করা যাবে তেমনি এই অর্থব্যয়ের উপযোগিতাও বাড়বে। লক্ষ্য থেকে উপলক্ষ্যটাই যদি বড় হয়ে ওঠে, তাহলে তো গল্পটা সেই 'তোতাকাহিনি'ই হল।

বাড়ী ভাড়া

জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বালিঘাটাস্থিত (কাজীপাড়া) বড় রাস্তা সংলগ্ন ট্যাপের জল সুবিধাযুক্ত বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। সত্বর যোগযোগ করুন – মো.-৯৭৩৩৪৯৩৬৩৪ / ৯৮৩০২৭০১০৪ / ৯৪৩২৯৭৬৬১৪

রঘুনাথগঞ্জ বাজারের রাস্তার উপর দুটি শোবার ঘর, বসার ঘর, খাওয়ার ঘর জায়গা এবং পুরসভা, টিউবওয়েল ও ট্যাপের জলের সুবিধা। ভাড়া আছে। দেখার সময় – সকাল ৮ – ৯টা। ফোন-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

অনিবার্য কারণে ৯ নভেম্বরের পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

প্রকাশক – জঙ্গিপুর সংবাদ

सत्यमेव जयते

Office of the Executive Engineer
Berhampore Division
Municipal Engineering Directorate
Municipal Affairs Department

5, Babulbona Road, Madhupur, Berhampore, Murshidabad, PIN-742101, Phone & Fax: 03482-250679

Notice Inviting Tender No.-03/EE/ ME/BHP of 2011-2012

Sealed Tenders in specified printed Tender Forms are invited by the Executive Engineer, Berhampore Division, M.E. Directorate, 5 Babulbona Road, Madhupur, Berhampore, Murshidabad, for laying of DI pipe under UIDSSMT project of JNNURM programme at Dhuliyan Municipality from the eligible contractor.

Details schedule given below : -

Last Date of submission Application :	**16/11/2011**
Last Date of paper purchase :	**23/11/2011**
Last Date of dropping and opening :	**28/11/2011**

For details see office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer
Berhampore Division
M.E. Directorate
Deptt. of Municipal Affairs
Govt. of West Bengal

Memo No.1060(2) Inf.Msd. Date-8/11/11

বেহাল রাস্তার উন্নতি নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদিঘীর বালিয়া গ্রামের প্রবেশ পথে পাকা রাস্তার ওপর দীর্ঘ সময় জল দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তাকে নষ্ট করে দিল। পাশের ড্রেন পরিস্কার না হওয়ায় এই বিপত্তি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। ঐ জমা জলে প্রতিদিন যাতায়াতের পথে স্কুল পড়ুয়াদের জামা জুতো নষ্ট হয়। এলাকার বিধায়ক ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী স্বয়ং সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে গেলেও কিছুই করেননি। কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন বার বার।

বিড়ি ফ্যাক্টিরীতে সিটুর হামলা

(১ম পাতার পর)

উপস্থিতিতে ঐ ফ্যাক্টরীর কর্ণধার বাবর বিশ্বাস লাঞ্ছিত হন। ইটের আঘাতে বাবরের ছেলে বাইরন রক্তাক্ত হন। পুলিশ ও ফ্যাক্টরীর কর্মীরা রুখে দাঁড়ালে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ অভিযোগ বাবর বিশ্বাসের।

ন' লক্ষ টাকা জালিয়াতি এখনও ধরা

(১ম পাতার পর)

পর্যন্ত জেল হাজতে। এ প্রসঙ্গে ঐ সংস্থার চীফ এক্সিকিউটিভ এ. এ. মামুন জানান – আমাদের কোম্পানীর জয়েন্ট প্রোপ্রাইটর বাসার মোল্লা ও তাঁর ছেলে মস্তাজ মোল্লা। দু'জনেই বাইরে যাবেন বলে বেশ কিছু ফাঁকা বেয়ারার চেকে সই করে নেয়া হয়। তিনি আরো জানান, এ্যাকাউনটেন্ট বিশ্বজিৎ দেবনাথ পাঁচ বছরের ওপর দায়িত্ব ও বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে কাজ করছেন। তবে ওর ত্রুটি বলতে – সই করা ফাঁকা চেকগুলো ড্রয়ারে লক না করে রাখা।

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন

(৩য় পাতার পর)

ক্ষয়ছে বেশী। পদ্মার নদীর বালি চলে যাচ্ছে, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ৫/৭ জন অফিসার মাফিয়াদের ভাইরাভাই করে খাচ্ছে, এঁটো শাল পাতা চাটছে নেতারা। সরকারের ফক্কা ! এতসব চলতে দেব – মাওবাদীদের মতো এসবের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরলেই হাজতে ঢোকাবো। সভ্যভদ্র সমাজে থু থু দিয়ে তাই কিছু পাগলা আজ পথ না পেয়ে জঙ্গলে। আমরা কিসের পরিবর্তন চাই ? উত্তর না জানা দিনে রাত্রে ডিগবাজী মারা এইসব জনতাকেও একটা প্রণাম।

হাসপাতালে সরকারী ওষুধ খোলা বাজারে বিক্রি করে, কেবল বিল আর ভাউচার আর ইউ.সি. নিয়ে যারা সদা ব্যস্ত সেইসব কেরাণী আর চেম্বারে যিনি বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা কিন্তু হাসপাতালে রুগীর সামনে এলেই পাড়ার লোম ওঠা অসুস্থ খেঁকী কুকুরের মতো মেজাজধারী, যিনি জ্বর সর্দি হলেও বহরমপুরে ট্রান্সফার করার জন্যে কলমধারী যিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ডাকাতি করতে ওষুধ ওয়ালাদের ঘর জামাই করেছেন, প্যাথলজির নামে যমদুয়ার খুলেছেন, নার্সিং হোমের নামে কসাইখানা খুলেছেন, চুষবার জন্যে জেনেশুনে ক্যানসার বা যক্ষার রুগীকে এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তিলে তিলে মারছেন সেইসব মহানদের, গদ্দাফীর বংশধরদের আগে পিছে সব দিকে প্রণাম।

মদ-মেয়ে মানুষ আর লোটোর বন্যায় ভেসে যাওয়া নজরুলের কালাপাহাড়, সুভাষের তরুণের স্বপ্ন, স্বামীজীর জ্যান্ত দেবতা ঐ যৌবনের তারুণ্যের মিছিল পাড়ায় পাড়ায় যারা সম্পদের বদলে বিপদ আর বাপ মায়ের বোঝা – চোখের জলে তাদেরও প্রণাম। শ্রীরামকৃষ্ণ নেই – কে বলবে তোদের চৈতন্য হোক !

যারা পাগল তারাই বলবে, আসুন একটু পাল্টে দিই, উল্টে দিই। তার থেকে বরং এই ভালো। নাটকের হিরোকে বাহবা দেব, বীরকে তালি বাজাবো, বক্তৃতায় বিবেকানন্দ হবো, তেল দিয়ে জাতীয় পুরস্কার নেব, কোঁচা দুলিয়ে সাহিত্যিক বা সভাপতি হবো, হরিজনপাড়ার শ্বেত বরাহের মতো বডি বানাবো আবার কি ? আন্দোলন করে কোন্ শা....।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৬৭৪৫২